দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 11 MAY ২০০৫

ইনকিলাব : সম্মিলিত কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের উদ্যোগে গতকাল ই... সেমিনারে উপস্থিত দেশের শীর্ষ পর্যায়ের ওলামায়ে কেরাম

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে তারা

কওমী শিক্ষা ধ্বংসে বিশেষ মহল ও জামায়াতি চক্রান্ত সফল হবে না

শীর্ষ ওলামায়ে কেরাম

স্টাফ রিপোর্টার : কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি প্রদানে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন গঠনে প্রধানমন্ত্রীর সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে রাশেদ খান মেনন এমপিসহ একটি বিশেষ মহল কওমী মাদ্রাসার বিরুদ্ধে চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছে। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি কওমী মাদ্রাসার বিরুদ্ধে যে ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিনাশে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেয়া। দেশ-জাতি গঠন এবং সন্ত্রাস জঙ্গীবাদ দমনে কওমী মাদ্রাসার ভূমিকা ও অবদান শীর্ষক সেমিনারে সারা দেশের শীর্ষ ওলামায়ে কেরামগণ বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন। তারা বলেন, কওমী পৃঃ ২ কঃ ৫

মাওলানা রুহুল আমীন বলেন, আমরা কওমী অঙ্গনের ঐক্য চাই বিভেদ চাই না। এ জন্যই সম্মিলিত কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। আমরা একটি সম্মিলিত কমিশন গঠন করবো।

সেমিনারে ঘোষণাপত্রে বলা হয়- ১। কওমী মাদ্রাসা ও উলামাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা, মনগড়া, অবান্তর যে কোন বক্তব্য বন্ধ করতে হবে। নাস্তিক মানসিকতার বুদ্ধিজীবী, গবেষক এমনকি সরকারী দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ যেসব মন্তব্য করেছেন তা প্রত্যাহার করতে হবে। ২। কওমী মাদ্রাসাগুলো সরকারী নিয়ন্ত্রণে যাবে কি যাবে না এ সিদ্ধান্ত নেয়ার একমাত্র অধিকার দেশের বিজ্ঞ ওলামা মশায়েখদের। ৩। কস্মিনকালেও কওমী মাদ্রাসাগুলোর উপর কোন সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ বা এমপিওভুক্তি করতেও দেয়া হবে না। ৪। স্বীকৃতির ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো একমাত্র দাওরায়ে হাদিসের সনদকে এমএ ইসলামিয়াতের মান সরকার স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদান করলে কওমী মাদ্রাসাসমূহ সরকারকে সে ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। পাঠ্য তালিকায় পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার কোন সুযোগ নেই। ৫। কওমী ধারার শিক্ষানীতির আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রাখার মত করে স্বীকৃতি প্রদান করা হলে তা গ্রহণীয় হবে। অন্যথায় নয়। ৬। সরকার স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন করার যে প্রস্তাব দিয়েছেন আমরা সরকারের সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করে অবহিত হয়েছি যে, কমিশনটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও কওমী ওলামাদের দ্বারাই গঠিত হবে। এ কারণে দেশের সবগুলো বোর্ড ও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে সাথে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কমিশন গঠন করা হবে। ৭। সরকারী জাতীয় শিক্ষা কমিশনে কওমী ওলামাদের অন্তর্ভুক্তিকরণ অতীব প্রয়োজন। কুদরতে খুদা ও শামসুল হক শিক্ষা নীতিতে ইসলামবিরোধী বিষয়গুলো সংশোধন করতে হবে। ৮। সরকারী জাতীয় শিক্ষা কমিশন কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা কারিকুলামের ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হবে। কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার যাবতীয় বিষয়ে একমাত্র কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশনই চূড়ান্ত করবে। ৯। দেশের অন্যান্য শিক্ষা ধারায় ইসলামী শিক্ষা তথা আকায়েদ বিশ্বাস ইসলামী বিধি বিধান, ইসলামের মাসআলা-মাসায়েল এবং কোরআন বিশুদ্ধভাবে পঠন ইত্যাদি বিষয়াবলী এসএসসি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করতে হবে। ১০। প্রধানমন্ত্রী কওমী ওলামাদের তাদের মাদ্রাসাগুলোতে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া যে কোন প্রকারের হয়রানী করবেন না বলে আশ্বস্ত করলেও এখনও দেশের মাদ্রাসাগুলোতে তথ্য সংগ্রহের নামে হয়রানীমূলক কাজ চলছে। অনতিবিলম্বে এসব হয়রানী বন্ধ করতে হবে।

কওমী শিক্ষা ধ্বংসে বিশেষ মহল

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

মাদ্রাসায় জঙ্গীবাদের কোনো প্রমাণ নেই। বরং কওমী মাদ্রাসা এবং ওলামায়ে কেরাম জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থানকে লাগাতারভাবে প্রথম থেকে সোচ্চার ভূমিকা রাখছেন।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, কওমী মাদ্রাসাকে যে জঙ্গী অপবাদ দেয়া হচ্ছে এ জঙ্গীবাদের গডফাদার হচ্ছে মওদূদীবাদী জামায়াতের মাওলানা নিজামী গং। জোট সরকারের আমলেই নিজামী বলেছিলেন, জঙ্গী মিডিয়ার সৃষ্টি। তারা বলেন, কওমী মাদ্রাসার জন্য একদিকে মায়াকান্না শুরু করেছে জামায়াত নেতারা। আবার কওমী ওলামায়ে কেরামকে মাঠে নামাতে না পারায় তারা কওমী ওলামায়ে কেরামকে দালাল এবং টয়লেট পেপার বলে আপত্তিকর বেয়াদবী শুরু করেছে। আলোচকগণ বলেন, কওমী মাদ্রাসা নিয়ে কাউকে চক্রান্ত সফল করতে দেয়া হবে না। তারা বলেন, কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন গঠনের জন্য ২/৩ দিনের মধ্যেই ওলামায়ে কেরামের তালিকা প্রণয়ন করা হবে। এক্ষেত্রে বেফাকসহ সকলের পরামর্শ চাওয়া হয়েছে। আর পরামর্শ বা আলাপ আলোচনা পাশ কাটিয়ে যারা নিজ গতিতে চলতে চাইবে সেক্ষেত্রে সম্মিলিত কওমী মাদ্রাসা বোর্ড তার নিজ গতিতে অগ্রসর হতে বাধ্য হবে। কওমী মাদ্রাসার সিলেবাস কওমী উলামায়ে কেরামই পরিমার্জিত করবেন। সনদের স্বীকৃতি দেয়ার নামে কওমী মাদ্রাসায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ বা এমপিওভুক্তি মেনে নেয়া হবে না।

গতকাল সকাল ১১টা থেকে ঢাকাস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে দেশের বৃহৎ চারটি কওমী মাদ্রাসা বোর্ড নিয়ে গঠিত 'সম্মিলিত কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরামের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা সুলতান যওক নদভী, সহ-সভাপতি সম্মিলিত কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড বাংলাদেশ, মাওলানা আইয়ুব ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি ইত্তিহাদুল মাদারিস চট্টগ্রাম, ভারপ্রাপ্ত মুহতামিম জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম, মাওলানা মুফতী রুহুল আমীন সেক্রেটারি সম্মিলিত কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশ, মাওলানা আব্দুল বাসেত বরকতপুরী সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব, সম্মিলিত কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড বাংলাদেশ, মাওলানা ফরীদুদ্দীন মাসউদ সভাপতি কওমী মাদ্রাসা সংহতি পরিষদ, মুফতী সাইদ আহমদ তানযীম ফেনী, মুফতী হাবীবুর রহমান তানযীম ফেনী, মুফতী মীযানুর রহমান যুগ্ম সেক্রেটারি সম্মিলিত কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড, মাওলানা মুজাহিদ আমাদ দ্বীনি এদারায়ে তালীম বাংলাদেশ, মাওলানা হারুন চৌধুরী মহাসচিব তানযীম উত্তরবঙ্গ, মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী হবিগঞ্জ, মাওলানা শামসুল হক বেফাক গওহরডাঙ্গা, মাওলানা ইউসুফ কাদেমানী আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তালীম বাংলাদেশ, মাওলানা আব্দুস সবুর, তানযীম উত্তরবঙ্গ, মাওলানা মাহমুদুল আলম তানযীম উত্তরবঙ্গ, মাওলানা নিজামুদ্দীন যাত্রাবাড়ী, মাওলানা নুরুল হক, মাওলানা রেজাউল করিম, মাওলানা আশরাফ আলী নিযামী, আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তালীম বাংলাদেশ, মাওলানা আমীনুল্লাহ জমিয়তুল মাদারিস নোয়াখালী, মাওলানা আব্দুল মালেক কাসেমী এদারা বাংলাদেশ, মাওলানা রেজাউল করীম তানযীম উত্তরবঙ্গ, মাওলানা আব্দুল বসীর, আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তালীম বাংলাদেশ, মুফতী ইদ্রাহিম, তানযীমুল মাদ্রাসা উত্তরবঙ্গ প্রমুখ।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন মাওলানা কাজী ফজলুল করিম তানযীম উত্তরবঙ্গ এবং ঘোষণাপত্র পাঠ করেন সম্মিলিত বোর্ডের যুগ্ম সেক্রেটারী মুফতী মীযানুর রহমান সাঈদ। অনুষ্ঠান পরিচালনায় সহযোগী ছিলেন নাজমুল হক।

মুফতী আব্দুর রহমান সভাপতির ...

নেই। মেনন সাহেব তার শিক্ষার আদর্শ ... পড়েছেন বলেই তিনি কওমী শিক্ষাকে ভাল চোখে দেখেন না এবং উল্টাপাল্টা কথা বলছেন।

মুফতী আবদুর রহমান বলেন, কওমী মাদ্রাসার দাবীর প্রশ্নে কওমী ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, বোর্ডের প্রশ্নে ছোটখাট একতেলাফ থাকতে পারে যা দোষের নেই।

তিনি বলেন, কওমী অঙ্গনের দাবী নিয়ে জামায়াতে ইসলামী চাইছিল মাদ্রাসার ওলামায়ে কেরাম ও ছাত্রদের মাঠে নামিয়ে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সাথে ওলামায়ে কেরামের বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা তাদের হতাশ করেছে। তিনি বলেন, আগামী ২/৩ দিনের মধ্যেই একটি কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন গঠনের লক্ষ্যে সকলের সাথে পরামর্শ করে সরকারের নিকট একটি একক তালিকা জমা দেয়ার কাজ চলছে। তিনি কওমী মাদ্রাসার এমপিওভুক্তি আমাদের প্রয়োজন নেই। কওমী মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণের কোন চেষ্টা করা হলে তা মেনে নেয়া হবে না।

মাওলানা ফরিদুদ্দীন মাসউদ বলেন, কওমী মাদ্রাসা সারা বিশ্বে সমাদৃত। কেবল বাংলাদেশেই কওমী নিয়ে অপপ্রচার হয়। তিনি বলেন, কওমী মাদ্রাসাকে জঙ্গী অপবাদ দেয়া হচ্ছে। অথচ যারা বিগত জোট সরকারের আমলে বলেছিলো জঙ্গী মিডিয়ার সৃষ্টি সেই মওদূদীবাদী নিজামী গংরাই জঙ্গীদের গডফাদার। তিনি বলেন, এদের চক্রান্তের কারণেই বিগত জোট সরকারের আমলে কওমী সনদের স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি। এরাই এখন কওমী শিক্ষা নিয়ে মায়াকান্না করছে। তিনি অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এ কারণেই জামায়াত নেতা, বেয়াদব কাদের মোল্লা কওমী নেতৃবৃন্দকে কটাক্ষ করে তাদের টয়লেট পেপারের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, আসলে মওদূদীবাদী জামায়াতে ইসলামীর আদর্শই হচ্ছে বেয়াদবী। এরা সাহাবায়ে কেরাম এবং নবী-রাসূল সম্পর্কে বেয়াদবী করেছে। তিনি বলেন, সাম্রাজ্যবাদীর দালালী করার জন্যই জামায়াত প্রতিষ্ঠা করেছে। তিনি বলেন, মওদূদীবাদীদের কওমী শিক্ষা নিয়ে মাছ শিকারের সুযোগ দেয়া হবে না।

মাওলানা সুলতান যওক বলেন, কওমী শিক্ষায় কোন সন্ত্রাসী বা জঙ্গী সৃষ্টির অবকাশ নেই। রাশেদ খান মেননরা চোখের কালো চশমা খুলে ফেললেই কওমী শিক্ষা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাবেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কথার সাথে সরকারী লোকদের কথার কোন সামঞ্জস্যতা নেই। তবে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার সাথে আমাদের চিন্তার কোন দূরত্ব নেই।

সুলতান যওক বলেন, সম্মিলিত কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের সাথে এখন ৬টি বোর্ড একত্রিত হয়েছে। তিনি ঢাকার বেফাককে সম্মিলিত কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে আসার আহবান জানান। তা না হলে যোগাযোগের মাধ্যমে কমিশন গঠনের বিষয়ে সমঝোতায় আসার আহবান জানান। ভিন্ন পথে চললে সম্মিলিত কওমী শিক্ষা বোর্ড তাদের নিজস্ব পথে চলতে বাধ্য হবে।

মাওলানা মুফতী রুহুল আমীন খান বলেন, সরকারের মন্ত্রী-এমপি কর্তৃক কওমী মাদ্রাসাকে জঙ্গীবাদের আখড়া বলে অভিযুক্ত করার প্রেক্ষাপটে যে পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছিল তা নিরসনে প্রধানমন্ত্রী দেশের কওমী অঙ্গনের শীর্ষ ওলামায়ে কেরামকে নিয়ে বৈঠক করে কওমী সনদের স্বীকৃতি প্রদানে একটি বাস্তবায়ন কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেছিলেন এবং ওলামায়ে কেরামের সহযোগিতা চেয়েছিলেন। ওলামায়ে কেরাম তাদের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়ে আসছে। এ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর নিকট আমাদের দাবী হচ্ছে তিনি তার ঘোষণা বাস্তবায়ন করবেন। আলেম ওলামাদের দিয়ে একটি কমিশন গঠন করে কমিশনের মাধ্যমে কওমী সনদের স্বীকৃতির ব্যবস্থা করবেন এবং

শেষ পৃষ্ঠার পর